بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

نحمدہ و نصلّی علی رسولہ الکریم

সংক্ষিপ্তসার খুতবা জুমুআ

মহানবী (সা.)-এর জীবনচরিতের প্রেক্ষাপটে তাবূকের যুদ্ধের বিবরণ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মাসরূর আহ্‌মদ খলিফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস আইয়্যাদাহুল্লাহু তাআলা বেনাস্‌রিহিল আযিয কর্তৃক ২১ নভেম্বর, ২০২৫ ইং তারিখে যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড) ইসলামাবাদের মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত খুতবা জুমুআর সংক্ষিপ্তসার

আশ্‌হাদু আল্লাহ্ ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লাশারীকালাহু, ওয়াশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়ারসূলুহু। আম্মাবাদু ফা-আউযুবিল্লাহি মিনাশ শয়তানির রজিম, বিসমিল্লাহির রহ্‌মানির রহিম। আল্‌হামদু লিল্লাহি রব্বিল 'আলামিন। আর রহ্‌মানির রহিম। মালিকি ইয়াওমিদ্দিন। ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্‌তাঈ'ন। ইহ্‌দিনাস সিরাত্বাল মুসতাক্বীম। সিরাত্বাল লাযীনা আনআ'মতা আ'লাইহিম। গায়রিল মাগদূবি 'আলায়হিম। ওয়ালাদ্‌দল্লীন।

তাশাহ্‌হুদ, তা'ঊয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর সৈয়্যদনা হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

তাবূকের যুদ্ধাভিযান সম্পর্কে আলোচনা চলছিল। আজ এই সফরের আরও বিস্তারিত বিবরণ উল্লেখ করব। এই সময়ে মুনাফিকদের পক্ষ থেকে মহানবী (সা.)-কে কষ্ট দেওয়ার প্রচেষ্টারও উল্লেখ করা হয়েছে, যার বিস্তারিত বর্ণনা হলোঃ

আসলে তাবূকের যুদ্ধের পিছনে ইহুদি, খ্রিস্টান এবং মুনাফিকদের একটি সম্মিলিত ষড়যন্ত্র সক্রিয় ছিল। মদীনা থেকে তাবুকের সফর প্রকৃতপক্ষে ছিল মৃত্যুর উপত্যকার সফর। এই সময়ে মুনাফিকরা এই ষড়যন্ত্র করেছিল যে, প্রত্যাবর্তনকালে একটি স্থানে রাস্তা দুই ভাগে ভাগ হয়ে গিয়েছিল। একটি ছিল উপত্যকার প্রশস্ত পথ, আর অন্যটি ছিল সংকীর্ণ ও বিপজ্জনক গিরিপথ। এই শেষোক্ত পথটি সংক্ষিপ্তও ছিল। মুনাফিকরা এই পরিকল্পনা করেছিল যে, যখন গিরিপথ দিয়ে মুসলমানদের সৈন্যদল অতিক্রম করবে, তখন লোকের ভিড়ের মধ্যে, রাতের বেলায়, সমস্ত মুনাফিক হুযূর আকরাম (সা.)-এর উটের চারপাশে জড়ো হবে। এবং জোরপূর্বক এবং তাঁর উটনীটিকে উপত্যকার কিনারার দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাবে আর কোনোভাবে হাওদার রশিগুলো কেটে দেয়া হবে। এভাবে (নাউযুবিল্লাহ্) উটনীটি মহানবী (সা.)-কে খাদের মধ্যে ফেলে দেবে।

কিন্তু আল্লাহ্‌তা'লা মুনাফিকদের এ ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র সম্পর্কে মহানবী (সা.)-কে পূর্বেই অবগত করেন আর তিনি (সা.) যাত্রার পূর্বেই এ ঘোষণা দিয়ে দেন যে, তিনি ও তাঁর তিনজন সাথি ছাড়া আর কেউ

এ পথ দিয়ে অগ্রসর হবে না।

তা সত্ত্বেও, মুনাফিকরা তাৎক্ষণিকভাবে এই পরিকল্পনা তৈরি করল যে, বারো-পনেরো জন লোক নিজেদের মুখ কাপড় দিয়ে ঢেকে দ্রুত গিরিপথের দিকে এগিয়ে যাবে এবং হঠাৎ উটকে তাড়াতে শুরু করবে এবং তাকে ভয় দেখিয়ে, নাউযুবিল্লাহ্, তারা যে দুর্ঘটনার আকাঙ্ক্ষা করছিল, তাতে সফল হবে। মহানবী (সা.) যখন গিরিপথের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন হঠাৎ তিনি লোকদের পায়ের শব্দ শুনতে পেলেন। সেই লোকগুলো উটের কাছে এসে তাকে ভয় দেখাল। এর ফলে কিছু জিনিসপত্রও পড়ে গেল। মহানবী (সা.) হযরত হুযায়ফা (রা.)-কে নির্দেশ দিলেন যে, তিনি যেন এই মুনাফিকদেরকে আক্রমণ করে ভয় দেখান। সেই অনুযায়ী, হযরত হুযায়ফা (রা.) একটি লাঠি দিয়ে মুনাফিকদের সওয়ারীগুলোতে মারতে শুরু করলেন এবং বলতে লাগলেন, হে আল্লাহ্‌র শত্রুরা! একপাশে সরে যাও। মুনাফিকরা বুঝতে পারল যে, মহানবী (সা.) তাদের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে অবগত হয়ে গেছেন, তাই তারা তাৎক্ষণিকভাবে একপাশে সরে গেল এবং ফিরে এসে সৈন্যদলের সাথে মিশে গেল।

এক বর্ণনানুযায়ী আল্লাহ্‌তা'লা মহানবী (সা.)-কে সে সব মুনাফিকের নাম পরিচয় অবগত করেছিলেন। তিনি (সা.) হযরত হুযায়ফা (রা.)-কে গোপনীয়তা বজায় রাখার শর্তে তাদের নাম বলে দিয়ে বলেন, আল্লাহ্‌তা'লা আমাকে তাদের জানাযার নামায পড়তে বারণ করেছেন।

মক্কা বিজয়ের পর মুনাফিকদের ষড়যন্ত্রে তীব্রতা এসে গিয়েছিল। যখন তারা দেখল যে, ইহুদিদের গোত্রগুলো এখন তাদের শক্তি হারিয়ে ফেলেছে, তখন তারা আরবের বাইরে রোম সাম্রাজ্যের সম্রাট কায়সারের মতো শক্তিগুলোর কাছ থেকে সাহায্য চাওয়ার পরিকল্পনা করল। এর পাশাপাশি, মদীনায়ও একটি স্থায়ী কেন্দ্র তৈরি করার পরিকল্পনা প্রস্তুত করল। মুনাফিকদের পরিকল্পনা এটি ছিল যে, এমন একটি কেন্দ্র তৈরি করা যেখানে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র তৈরি করা হবে এবং সেখানে অস্ত্রশস্ত্রও জমিয়ে রাখা হবে। কিন্তু বাহ্যত সেই কেন্দ্রটি এমন হবে যেন অন্যান্য মুসলমানদের মনে কোনো সন্দেহও না হয়।

আবু আমের, যে কিছুকাল ধরে দৃশ্যপট থেকে অদৃশ্য ছিল, সে হঠাৎ সামনে এলো। এবং প্রচারকারীরা তাকে আবু আমের রাহিব (সন্ন্যাসী) বলা শুরু করল। আবু আমের খাযরাজ গোত্রের সাথে সম্পর্কিত ছিল। মহানবী (সা.) মদীনায় আসার পর সে মক্কায় চলে গিয়েছিল এবং সে কুরাইশদেরকে মহানবী (সা.)-এর সাথে যুদ্ধ করতে উসকানি দিয়েছিল। তার সম্বন্ধে মহানবী (সা.) দোয়া করেছিলেন যে, সে যেন নিজের জন্মভূমি থেকে দূরে একাকীত্বের মৃত্যুবরণ করে। আবু আমেরই মুনাফিকদেরকে এই প্রস্তাব দিয়েছিল যে, তোমরা কুবায় একটি মসজিদ তৈরি করো, এবং সেখানে তোমাদের সামরিক ঘাঁটি তৈরি করে যুদ্ধের প্রস্তুতি নাও। আবু আমের নিজে রোম সাম্রাজ্যের দিকে চলে গিয়েছিল এবং শামে (সিরিয়া) রোমান বাদশাহ কায়সারকে (হিরাক্লিয়াস) মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করতে থাকে। সে তাকে মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য উৎসাহিত করে। সে কায়সারকে বলেছিল যে, মুসলমানেরা সংখ্যায় কম, দুর্বল ও দরিদ্র। তাদের শত্রু বেশি এবং তোমাদের তাদের ভয় পাওয়ার দরকার নেই। কিন্তু যদি তোমরা এখন তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নাও, তবে ভবিষ্যতে এটা তোমাদের সাম্রাজ্যের জন্য ভালো হবে না।

হিরাক্লিয়াস (কায়সার) তাকে নিজের কাছে থাকতে দেয় এবং আশ্বাস দেয়, সেই সাথে সাহায্যের প্রতিশ্রুতিও করে। এই সময় আবু আমের নিজের সমমতাবলম্বী ষড়যন্ত্রকারী বন্ধুদেরকে সুসংবাদ দেয় যে, অচিরেই সে এক বিশাল সৈন্যদল নিয়ে মদীনায় আক্রমণ করবে। সুতরাং, তোমরা আমার জন্য একটি শক্তিশালী আস্তানা তৈরি করো। এই কারণে মুনাফিকরা কুবায় একটি মসজিদ তৈরি করেছিল। এই মসজিদটি **মসজিদ-এ-যিরার** নামে পরিচিত। আবু আমেরের এই আকাঙ্ক্ষাও পূর্ণ হয়নি এবং অবশেষে সে হিজরি নবম বা দশম বছরে সিরিয়াতেই একাকীত্ব ও দেশহীন অবস্থায় মারা যায়।

মুনাফিকরা যখন মসজিদের নির্মাণ কাজ শেষ করল, তখন তারা মহানবী (সা.)-এর কাছে অনুরোধ করল যে, তিনি যেন তাদের মসজিদে নামায আদায় করেন। এটা আল্লাহ্‌র কৌশল যে, এই লোকগুলো ঠিক সেই সময় মহানবী (সা.)-এর খেদমতে হাজির হলো, যখন তিনি তাবূকের জন্য রওয়ানা হওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। তিনি (সা.) বললেন যে, এখন আমি ব্যস্ত, সফরের প্রস্তুতি নিচ্ছি। যখন আমরা সফর থেকে ফিরে আসব, তখন এই মসজিদে নামায পড়ব। তাবূক অভিযান থেকে ফেরার পথে এই মসজিদ সম্পর্কে আল্লাহ্‌তা'লা ওহীর মাধ্যমে তাঁকে (সা.) জানিয়ে দিলেন এবং বললেন:

"আর (মুনাফিকদের মধ্য হতে) এক দল লোক, যারা একটি মসজিদ নির্মাণ করেছিল (ইসলামের) ক্ষতিসাধন করার উদ্দেশ্যে, কুফরী বিস্তারের লক্ষ্যে এবং মু'মিনদের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি করার নিমিত্তে। আর ইতঃপূর্বে যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এসেছে তাদেরকে একটি গোপন ঘাঁটি সরবরাহের লক্ষ্যে। আর তারা অবশ্যই শপথ করবে, 'আমরা কেবল মহৎ উদ্দেশ্যেই এটি করেছি। অথচ আল্লাহ্ সাক্ষ্য দিচ্ছেন, নিশ্চয় তারা মিথ্যাবাদী'।' (সূরা আত্-তাওবা ৯:১০৭)

এই ওহী নাযিল হওয়ার পর মহানবী (সা.) মসজিদ-এ-যিরারকে ভেঙে ফেলার নির্দেশ দিলেন। সেই অনুযায়ী সাহাবীগণ আগুন জ্বালিয়ে এটিকে ধ্বংস করে দেন। যখন তিনি (সা.) মদীনায় ফিরে এলেন, তখন তিনি এই জায়গাটি আসেম বিন আদী (রা.)-কে দিতে চাইলেন, যাতে তিনি সেখানে নিজের ঘর তৈরি করতে পারেন। কিন্তু হযরত আসেম (রা.) অপারগতা প্রকাশ করলেন এবং প্রস্তাব দিলেন যে, এই জায়গাটি যেন সাবেত বিন আরকাম (রা.)-কে দেওয়া হয়, কারণ তাঁর কোনো থাকার জায়গা নেই। সেই অনুযায়ী মহানবী (সা.) এই জায়গাটি সাবেত বিন আরকাম (রা.)-কে দিয়ে দিলেন।

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন যে, এত বড় ষড়যন্ত্র সত্ত্বেও মহানবী (সা.) মুনাফিকদের কোনো শারীরিক বা আর্থিক শাস্তি দেননি।

প্রায় দু'মাসের সফর শেষে মহানবী (সা.) মদীনায় ফিরে আসছিলেন। মদীনার জনপদ নজরে আসার সঙ্গে সঙ্গে তিনি (সা.) বললেন, এটি সেই (মদীনা সংলগ্ন উহুদ) পাহাড় যা আমাদেরকে ভালোবাসে আর আমরাও একে ভালোবাসি। অর্থাৎ, মহানবী (সা.) মদীনার প্রতিটি স্থানকে ভালোবাসতেন। তিনি (সা.) বললেন, আমাকে মদীনায় দ্রুত পৌঁছাতে হবে, তোমাদের মধ্যে যে আমার সাথে চলতে চায়, সে চলতে পারে।

তাবূক যুদ্ধাভিযান থেকে ফেরার পথে মহানবী (সা.) বললেনঃ মদীনায় কিছু লোক আছে যে, তোমরা যখনই কোনো উপত্যকা অতিক্রম করেছ বা সফর করেছ, তারা তোমাদের সাথে সাথেই

ছিল।

তখন সাহাবীরা নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! মদীনায় থেকে তারা কীভাবে আমাদের সঙ্গে ছিলেন? উত্তরে তিনি (সা.) বলেন, তারা মদীনাতেই আছে, কিন্তু অসুস্থতা বা অন্য কোনো অপরাগতা তাদেরকে (সফরে যাওয়া থেকে) বিরত রেখেছে। আরেকটি বর্ণনায় আছে, তিনি (সা.) আল্লাহ্‌তা'লার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে বলেন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌তা'লার, যিনি আমাদের এই সফরে পুরস্কৃত ও পুণ্যবান করেছেন এবং যারা পেছনে রয়ে গিয়েছিল তাদেরকেও একই পুণ্যে আমাদের সঙ্গে অংশীদার করেছেন।

তখন হযরত আয়েশা (রা.) জিজ্ঞেস করেন, আপনি তো সফরের কষ্ট সহ্য করেছেন, তাই আপনি পুণ্যের অংশীদার হয়েছেন। তারা তো কোনো কষ্ট ভোগ করে নি, তাহলে তারা কীভাবে পুণ্যের অংশীদার হলো? তিনি (সা.) বলেন, যাদের অসুস্থতা তাদেরকে (সফর করা থেকে) বিরত রেখেছে তারাও আমাদের সাথি। আল্লাহ্‌র কসম! তাদের দোয়া শত্রুর বিরুদ্ধে আমাদের অস্ত্রের চেয়েও অধিক কার্যকর ছিল।

তাবূকের যুদ্ধাভিযান থেকে মহানবী (সা.)-এর প্রত্যাবর্তনের সময় মদীনার লোকেরা শহরের বাইরে এসে গান ও কবিতা আবৃত্তি করে তাঁর অভ্যর্থনা করলেন।

পরিশেষে হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেনঃ মহানবী (সা.) জীবনচরিতের প্রেক্ষাপটে আরও কিছু ঘটনা রয়েছে যা আগামীতে বর্ণনা করা হবে, ইনশাআল্লাহ্‌।

আল্‌হামদুলিল্লাহি নাহ্‌মাদুহূ ওয়া নাসতায়ীনুহূ ওয়া নাসতাগ্‌ফিরুহূ ওয়া নু'মিনুবিহী ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহি ওয়া না'ঊযুবিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সায়্যিআতি আ'মালিনা-মাইয়্যাহ্‌দিহিল্লাহু ফালা মুযিল্লালাহু ওয়া মাই ইউয্‌লিলহু ফালা হাদিয়ালাহু-ওয়া নাশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা শারীকালাহূ ওয়ানাশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রাসূলুহু-

'ইবাদাল্লাহি রাহিমাকুমুল্লাহু-ইন্নাল্লাহা ইয়া'মুরু বিল 'আদলি ওয়াল ইহসানি ওয়া ঈ'তাইযিল কুরবা ওয়া ইয়ানহা 'আনিল ফাহ্‌শাই ওয়াল মুনকারি ওয়াল বাগ্‌ই-ইয়াইযুকুম লা'আল্লাকুম তাযাক্কারুন। উযকুরুল্লাহা ইয়াযকুরকুম ওয়াদ'ঊহু ইয়াসতাজিবলাকুম ওয়ালা যিক্‌রুল্লাহি আকবর।

('মজলিশ আনসারুল্লাহ্‌ ভারত' কর্তৃক প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত উর্দু খুতবার অনুবাদ)

Bengali Khulasa Khutba Juma
Huzoor Anwar (at)

21 November 2025

Distributed by

Ahmadiyya Muslim Mission
.....*P.O*.....
Distt.....*Pin*.....*W.B*

To,

বিশদে জানতে:Toll Free No.1800 103 2131| www.alislam.org | www.mta.tv | www.ahmadiyyamuslimjamaat.in